বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয়

অডিট রিপোর্ট

প্রথম খন্ড

অর্থ মন্ত্রণালয়

অর্থ বিভাগ

রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান

অর্থ বছরঃ ২০০৫-২০০৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

ঃ সূচীপত্র ঃ

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
১	বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর প্রত্যয়ন	ক
২	মহাপরিচালক এর বক্তব্য	খ
৩	প্রথম অধ্যায়	১
৪	অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ	৩
৫	অডিট বিষয়ক তথ্য	৫
৬	ম্যানেজমেন্ট ইস্যু	৭
৭	অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ	৭
৮	অডিটের সুপারিশ	৭
৯	দ্বিতীয় অধ্যায় (অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)	৯-২০
১০	মহাপরিচালকের স্বাক্ষর	২০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১২৮(১) ও ১২৮(২) এবং কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এ্যাডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট ১৯৭৪ এবং বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর (এ্যাডিশনাল ফাংশন্স) (এ্যামেন্ডমেন্ট) এ্যাক্ট ১৯৭৫ অনুযায়ী মহাপরিচালক, বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত এ অডিট রিপোর্ট জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

তারিখঃ ২৮/০৬/১৪১৫ বঃ
১৩/১০/২০০৮ খ্রিঃ

স্বাক্ষরিত

আহমেদ আতাউল হাকিম
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল
বাংলাদেশ।

মহাপরিচালকের বক্তব্য

বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০০২-২০০৬ অর্থ বছর, বাংলাদের শিল্প ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০০৪-২০০৫ অর্থ বছর, অগ্রণী ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০০৫ অর্থবছর, রূপালী ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০০৪ অর্থ বছর, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, কোচা শহর শাখা, গাইবান্ধা এর ২০০০-২০০৫ অর্থ বছর, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, বগুড়া (উত্তর) রাজশাহী এর ২০০১-২০০৬ অর্থ বছর, বাংলাদেশ ব্যাংক, বরিশাল এর ২০০৩-২০০৫ অর্থ বছর, বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০০৪-২০০৫ অর্থ বছর, সোনালী ব্যাংক, কোর্ট চাঁদপুর শাখা, ঝিনাইদহ এর ২০০০-২০০৫ অর্থ বছর, সোনালী ব্যাংক, পাইকগাছা শাখা, খুলনা এর ২০০০-২০০৪ অর্থ বছর, সোনালী ব্যাংক, ভেড়ামারা শাখা, কুষ্টিয়া এর ২০০২-২০০৫ অর্থ বছর, বাংলাদেশ ব্যাংক, রংপুর এর ২০০৪-২০০৫ অর্থ বছর এবং সোনালী ব্যাংক, প্রিন্সিপ্যাল অফিস, কুষ্টিয়া এর ২০০১-২০০৫ অর্থ বছর পর্যন্ত সময়কালের বিভিন্ন অর্থ বৎসরের আর্থিক কর্মকান্ড নমুনামূলক যাচাইয়ের মাধ্যমে অডিট করা হয়েছে। এ রিপোর্টে সংশিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের যে সকল আর্থিক অনিয়ম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তা উত্থাপিত সময়ের অথবা তৎপূর্ববর্তী সময়ের সমগ্র লেনদেনের যে ক্ষুদ্র অংশ নিরীক্ষা করা হয়েছে তারই প্রতিফলন মাত্র। এ রিপোর্টের আপত্তি ও মন্তব্য উদাহরণমূলক এবং তা কোন মতেই উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক শৃংখলার মান সম্পর্কিত পূর্ণাঙ্গ চিত্র নয়। রিপোর্টটি দুই খন্ডে প্রণীত হয়েছে। প্রথম খন্ডের প্রথম অধ্যায়ে ম্যানেজমেন্ট ইস্যু এবং অডিট অনুচ্ছেদসমূহের সার-সংক্ষেপ এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে অডিট অনুচ্ছেদসমূহের বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করা হয়েছে। মূল রিপোর্টের কলেবর বৃদ্ধি না করে আপত্তি সংশ্লিষ্ট প্রমাণক ও বিস্তারিত পরিসংখ্যান (পরিশিষ্টসমূহ) পৃথক একটি খন্ডে অর্থাৎ দ্বিতীয় খন্ডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এ রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত অনিয়মগুলো পর্যালোচনা করে প্রতীয়মান হয় যে, নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানগুলোর অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পর্যাপ্ত না হওয়ায় অনিয়মগুলো সংঘটিত হয়েছে। অনিয়মসমূহ দূরীকরণের জন্য অবিলম্বে পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

তারিখঃ ৩০/০৯/২০০৮ ঢাকা।

স্বাক্ষরিত

এ কে এম জসীম উদ্দিন
মহাপরিচালক
বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর
ঢাকা।

প্রথম অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ ও ম্যানেজমেন্ট ইস্যু)

অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ

অনুচ্ছেদ নম্বর	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত টাকা
১.	মালামাল আমদানির নামে ন্যাশনাল ব্যাংক, বাবু বাজার শাখা হতে বৈদেশিক মুদ্রা চলে যাওয়ায় ক্ষতি।	৪১,৭৯,৭১, ৪১৫
২.	দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প ঋণের অনাদায়ী।	১,১৫,১৩,০০০
৩.	ডিমান্ড লোনের সুদ মওকুফসহ আমদানি রপ্তানি ব্যবসার সুযোগ প্রদান করায় ব্যাংকের ক্ষতি	১,০৫,২৭,১০৭
৪.	স্থানীয় দায় মূল্যমানের ক্রয়কৃত ত্রুটিযুক্ত রপ্তানি বিলের বিনিময় মূল্য বাবদ অপ্রত্যাবাসিত ১,২৪,৩৭৬ মাঃ ডলার বৈঃ মুদ্রা অর্জন হতে দেশ বঞ্চিত।	৭১,৫২,৮৯৯
৫.	ভুয়া শিল্প ইউনিট এর বিপরীতে ও ভুয়া ব্যক্তির নামে ঋণ মঞ্জুর করায় ক্ষতি।	২৮,৫১,৩৫৮
৬.	বাড়ি নির্মাণ অগ্রিম গ্রহণ করে সঞ্চয় পত্র ক্রয় করায় ব্যাংকের ক্ষতি।	২১,০৬,০০০
৭.	অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন না নিয়ে আদায় পুরস্কার প্রদানে ক্ষতি।	৯,৬০,০০০
৮.	বিভিন্ন আমানত হিসাবের উপর ১০% হারে উৎসে কর কর্তন না করায় রাজস্ব ক্ষতি	৮,৪৩,৫৭৮
৯.	দৈনিক ভাতা হিসেবে প্রাপ্যের অতিরিক্ত ভাতা প্রদান করায় ক্ষতি।	৩,৪৯,১৮৫
১০.	চুরি জনিত কারণে ক্ষতি।	৩,০০,০০০
	অডিটে উদঘাটিত সর্বমোট টাকা =	**৪৫,৪৫,৭৪,৫৪২**

অডিট বিষয়ক তথ্য

নিরীক্ষা অর্থ বৎসর ঃ

- ২০০০-২০০৬।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান ঃ

অর্থ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন নিম্ন বর্ণিত প্রতিষ্ঠানসমূহ ঃ

- বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা ।
- বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
- অগ্রণী ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
- রূপালী ব্যাংক, লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
- রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, কোচাশহর শাখা, গাইবান্ধা।
- রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, বগুড়া উত্তর শাখা, রাজশাহী।
- বাংলাদেশ ব্যাংক ,বরিশাল।
- বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
- সোনালী ব্যাংক, কোর্ট চাঁদপুর শাখা, ঝিনাইদহ।
- সোনালী ব্যাংক, পাইকগাছা শাখা, খুলনা।
- সোনালী ব্যাংক, ভেড়ামারা শাখা, কুষ্টিয়া।
- বাংলাদেশ ব্যাংক, রংপুর।
- সোনালী ব্যাংক, প্রিন্সিপাল অফিস, কুষ্টিয়া।

নিরীক্ষার প্রকৃতি ঃ

- কমপ্লায়েন্স অডিট।

নিরীক্ষার সময় ঃ

- এপ্রিল/০৫ হতে নভেম্বর/০৬ পর্যন্ত।

নিরীক্ষা পদ্ধতি ঃ

- প্রতিষ্ঠান প্রধানসহ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীর সাথে আলোচনা;
- রেকর্ডপত্রাদি পরীক্ষা;
- তথ্যাদি বিশ্লেষণ।

সার্বিক তত্ত্বাবধান ঃ

- জনাব মিয়াজী মোঃ সাইফুল্লাহ সোবহান, পরিচালক, বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।
- জনাব মোঃ আলী হাসান, উপ-পরিচালক, সেক্টর-৬, খুলনা।
- জনাব মিজানুল ইসলাম চৌধূরী, উপ-পরিচালক, সেক্টর-৬, খুলনা।
- জনাব আলী হায়দার বীন জালাল, উপ-পরিচালক, সেক্টর-৭, রাজশাহী।

ম্যানেজমেন্ট ইস্যু ঃ

- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা।
- অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ব্যবস্থা।

অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ ঃ

- প্রচলিত আর্থিক বিধিবিধান, ও সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে জারীকৃত আদেশ-নির্দেশ, প্রজ্ঞাপন, নীতিমালা প্রতিপালন না করা।
- বরাদ্দের মধ্যে ব্যয় সীমিত না রাখা।
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও নিরীক্ষা কার্যক্রম জোরদার না করা।

অডিটের সুপারিশ ঃ

- প্রচলিত আর্থিক বিধিবিধান ও সরকার/কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় জারীকৃত আদেশ-নির্দেশ, প্রজ্ঞাপন, নীতিমালা ইত্যাদি যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আবশ্যক।
- প্রাপ্ত বরাদ্দের মধ্যে ব্যয় সীমিত রাখতে হবে।
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও নিরীক্ষা কার্যক্রম জোরদার করা প্রয়োজন।
- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করতঃ অডিট অফিসকে অবহিত করতে হবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
(অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)

অনুচ্ছেদ ঃ ১।

শিরোনাম ঃ মালামাল আমদানির নামে ন্যাশনাল ব্যাংক বাবু বাজার শাখা হতে বৈদেশিক মুদ্রা চলে যাওয়ায় ৪১,৭৯,৭১, ৪১৫ টাকা সমমূল্যের বৈদেশিক মুদ্রা পাচারের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

বিবরণ ঃ

- বাংলাদেশ ব্যাংক প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০০২-২০০৬ সালের হিসাব ১৪-০৮-২০০৬ খ্রিঃ তারিখ হতে ৩১-১০-২০০৬ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, আমদানির নামে বৈঃ মুদ্রা পাচার করায় সরকারের ৪১,৭৯,৭১,৪১৪.৯৩ টাকা ক্ষতি হয়েছে (বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট "ক" তে দেয়া হলো)।
- গাইড লাইন্স ফর ফরেন এক্সচেঞ্জ ট্রানজেকশন ভলিয়ম -১ এর অনু-১৫-২৬ ধারা মোতাবেক ১২০ দিনের মধ্যে আমদানিকৃত মালামালের বিল অব এন্ট্রি বাংলাদেশ ব্যাংককে জমা দিতে হবে।
- পূর্ববর্তী বছর সমূহে মেয়াদ উত্তীর্ণ বিল অব এন্ট্রি থাকা সত্ত্বেও তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হয়নি এবং সঠিক মনিটরিং করা হয়নি।
- তদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী বুড়িমারী স্থল বন্দরের মাধ্যমে মালামাল আনার সপক্ষে ৩৮টি বিল অব এন্ট্রি দাখিলের মধ্যে মাত্র ১১টির বিপরীতে আমদানি শুল্ক প্রদান করা হয়েছে। অবশিষ্ট ২৭টির বিপরীতে শুল্ক জমার রেকর্ড পাওয়া যায়নি।
- মালামাল আমদানির বিষয়ে বিধি বিধান যথাযথ ভাবে অনুসৃত না হওয়ায় আলোচ্য ক্ষতি হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- মন্ত্রণালয় হতে ০৫-০৩-২০০৮ তারিখে প্রেরিত সংস্থার জবাবে জানানো হয় ন্যাশনাল ব্যাংক লিঃ বাবু বাজার শাখাটির অনুমোদিত ডিলারলাইসেন্স সীমিত করে এ শাখা থেকে বাণিজ্যিক আমদানির নতুন ঋণ পত্র বন্ধ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।
- আমদানি কারক মেসার্স সামিয়া ইন্টারন্যাশনাল এবং মেসার্স নাইসা ইন্টারন্যাশনাল এর আমদানি নিবন্ধন বাতিলের ব্যবস্থা এবং প্রতিষ্ঠান ২টির স্বত্তাধিকারী/পরিচালকেরা ভিন্ন নাম ঠিকানায় যেন নুতন আমদানি নিবন্ধন গ্রহণ করতে না পারে সে বিষয়ে সি সি আই এন্ড ই কে পত্র দেয়া হয়েছে। অনিয়মের সাথে জড়িত প্রতিষ্ঠান দুটির বিরুদ্ধে পন্য দেশে না এনে আমদানি বাবদ বৈদেশিক মুদ্রা পাচারের অভিযোগে এফ আই আর এ্যাক্ট ১৯৪৭ এর আওতায় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য লিগ্যাল নোটিশ দেয়া হয়েছে। অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত করে তদন্ত প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য এডিশন্যাল সি আই ডি কে অনুরোধ করা হয়েছে।
- উল্লিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং উক্ত পরিমান অর্থ সরকারের ক্ষতি নয়।
- এরই প্রেক্ষিতে মন্ত্রণালয় হতে সি আই ডির প্রতিবেদন প্রেরণ করার জন্য কর্তৃপক্ষকে বলা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় ০৭-০৪-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে প্রত্যুত্তর দেয়া হয়। কিন্তু জবাব পাওয়া যায়নি। পূর্ববর্তী বছর সমূহে মেয়াদ উত্তীর্ণ বিল অব এন্ট্রি থাকা সত্ত্বেও নতুন আমদানি ঋণ পত্র খোলার সুযোগ দেয়া হয়েছে। ফলে বৈদেশিক মুদ্রা পাচারের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে ।
- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করার পর সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০৫-১২-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়। অদ্যাবধি কোন মন্তব্য/জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায় দায়িত্ব নির্ধারণ করে কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পাচার রোধ এবং সংশ্লিষ্ট চক্রের বিরুদ্ধে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ঃ ২।

শিরোনাম ঃ **দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প ঋণের ১,১৫,১৩,০০০ টাকা অনাদায়ী।**

বিবরণ ঃ

- বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০০৪-২০০৫ সালের হিসাব ২২-০১-২০০৬ খ্রিঃ তারিখ হতে ২০-০৩-২০০৬ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, লোরা প্রভিশন্স লিঃ কে ১০০% সুয়েটার ফ্যাক্টরী পরিচালনার জন্য দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প ঋণ বাবদ ১০২.০০ লক্ষ টাকা ঋণ প্রদান করা হয়। ঋণের কিস্তির টাকা ঋণ পত্রের শর্তানুযায়ী আদায় না হওয়ায় ১,১৫,১৩,০০০ টাকা অনাদায়ী হয়েছে (বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট "খ" তে দেয়া হলো)।
- প্রকল্পের স্থান ঢাকার বাসাবো হিসেবে ঋণ মঞ্জুরীর পর মিরপুর ভাড়া বাড়িতে স্থান পরিবর্তন করা হয়। পুনরায় মিরপুর হতে গাজীপুর স্থানান্তরে আবেদন করায় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদন দেয়া হয়। ঋণের ১ম কিস্তির টাকা মঞ্জুরী পত্রের শর্তানুযায়ী স্থানীয় যন্ত্রপাতি ও ইন্টারনাল ডেকোরেশন খাতে যথাক্রমে ১৫.০৯ লক্ষ ও ২.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় করার কথা। কিন্তু ঋণ পত্রের শর্তানুযায়ী আলোচ্য খাতে যথাক্রমে ৭.০৪ লক্ষ ও ১.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। এক্ষেত্রে মঞ্জুরী পত্রের শর্তানুযায়ী (১৭.০৯-৮.০৪) = ৯.০৫ লক্ষ টাকা কম ব্যয় করা হয়েছে। অন্যদিকে ফ্যাক্টরী ফার্নিচার খাতে ৪.৫০ লক্ষ টাকা অনিয়মিতভাবে ব্যয় করা হয়েছে। যা ঋণের ২য় কিস্তির ৭.১৭ লক্ষ টাকা হতে ব্যয় করার কথা। ১ম কিস্তির ঋণের অর্থ মঞ্জুরী পত্রের শর্তানুযায়ী বিনিয়োগ না করে ২য় কিস্তির ঋণের টাকা ফ্যাক্টরী ফার্নিচার খাতে বিনিয়োগ যথাযথ হয়নি। প্রকল্পের ৭,৬৮,৭৩৫ টাকার ১ম কিস্তি ৩০-০৯-২০০৫ খ্রিঃ তারিখে এবং ৩১-১২-২০০৫ খ্রিঃ তারিখে ২য় কিস্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হলেও ব্যাংক কর্তৃক টাকা আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।
- মঞ্জুরী পত্রের শর্তানুযায়ী পর পর দুটি কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হলে সমুদয় টাকা আদায় করতে হবে।
- কিন্তু মঞ্জুরী পত্রের শর্ত যথাযথভাবে পরিপালন করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- মন্ত্রণালয় হতে ০৫-০৩-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে প্রেরিত প্রতিষ্ঠানের জবাবে জানানো হয় যে, ঋণ পুনঃ তফসিলীকরণের জন্য কোম্পানী ১৮-০৭-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে ৬.০০ লাখ টাকা ব্যাংকে জমা দিয়েছে। অবশিষ্ট ২.৯৪ লাখ টাকা ১১-০২-২০০৮ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে পরিশোধের লক্ষ্যে কোম্পানীর পরিচালকবৃন্দকে পত্র দেয়া হলে তাঁরা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উক্ত অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হয়। এমতাবস্থায় কোম্পানীর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে। এ প্রেক্ষিতে মন্ত্রণালয় হতে আইনগত প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করে সমুদয় টাকা আদায়ের জন্য কর্তৃপক্ষকে বলা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব যথাযথ হিসেবে বিবেচিত হয়নি। ঋণ প্রদানে অনিয়ম এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের তদারকীর অভাবে এ ধরনের অনিয়ম সংঘটিত হয়েছে।
- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করার পর সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২১-০৫-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন মন্তব্য/জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায় দায়িত্ব নির্ধারণ ও আপত্তিতে জড়িত টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩।

শিরোনামঃ ডিমান্ড লোনের সুদ মওকুফসহ আমদানি রপ্তানি ব্যবসার সুযোগ প্রদান করায় ব্যাংকের ১,০৫,২৭,১০৭ টাকা ক্ষতি।

বিবরণ ঃ

- অগ্রণী ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিভাগ, ঢাকা এর ২০০৫ সালের হিসাব ২২-০১-২০০৬ খ্রিঃ তারিখ হতে ০৪-০৪-২০০৬ তারিখ পর্যন্ত ওয়াসা শাখার গ্রাহক মেসার্স জাসাকা লিঃ এর নথি পর্যালোচনান্তে দেখা যায় যে, রপ্তানি ব্যর্থতা জনিত কারণে সৃষ্ট ডিমান্ড লোনের ১০% অনারোপিত সুদ অনিয়মিতভাবে মওকুফ এবং মওকুফ অবশিষ্ট টাকা আদায় না হওয়া সত্ত্বেও পুনরায় আমদানি রপ্তানি ব্যবসার সুযোগ প্রদান করায় ব্যাংকের ১,০৫,২৭,১০৭ টাকা ক্ষতি হয়েছে । (বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট "গ" তে দেয়া হলো)।
- প্রধান কার্যালয়ের ২৩-১২-২০০২ খ্রিঃ তারিখে পত্র নং- আইডি/পরিচালন/এলসি/১৭৭২/০২ এর মাধ্যমে ওয়াসা শাখার গ্রাহক মেসার্স জাসাকা লিঃ এর ডিমান্ড ও পিসি ঋণের অনারোপিত সুদ ১০০% বাবদ ৯,৪৬,২৮২ টাকা মওকুফ করতঃ অবশিষ্ট আসল ৫৩,৭৭,৫২৯ টাকা ১০% সরল সুদে এবং সুদ বাবদ ১১,৭৮,৬৯০ টাকা সুদ বিহীনভাবে ত্রৈমাসিক সমান ২৪টি কিস্তিতে ৬ বৎসর মেয়াদে পরিশোধের শর্ত দেয়া হয়। সুদ মওকুফ আদেশ ২০০২ অনুসারে মওকুফ অবশিষ্ট অর্থ সর্বোচ্চ ১২ মাসের মধ্যে পরিশোধের নিয়ম। আলোচ্য ক্ষেত্রে সুদ মওকুফ নীতিমালা উপেক্ষা করে ৬ বৎসর মেয়াদে সুদ মওকুফ প্রদান করা হয়েছে।
- গ্রাহকের আবেদনের স্বার্থে ডাউন পেমেন্ট বাবদ নগদ ৭,৪০,০০০ টাকা জমার পরিবর্তে ২,৪০,০০০ টাকা জমা সাপেক্ষে সুদ মওকুফ করা হয়েছে, যা সুদ মওকুফ নীতিমালার পরিপন্থী।
- সুদ মওকুফ আদেশ অনুসারে অবশিষ্ট ডাউন পেমেন্ট বাবদ ৫,০০,০০০ টাকা জমার পরই ব্যাক টু ব্যাক এলসি খোলা তথা আমদানি রপ্তানি ব্যবসার সুযোগ কার্যকর হবে। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে গ্রাহকের নিকট হতে ডাউন পেমেন্ট জমা ব্যতীত আইএফবিসি (Inword Foreign Bill Collection) দায় বাবদ ০৮-১০-২০০৩ খ্রিঃ তারিখে ৩০,৭৫,৭৪৮ টাকা ডিমান্ড লোন সৃষ্টি করা হয়েছে। উক্ত ডিমান্ড লোনের বিপরীতে মাত্র ৩,৭৫,০০০ টাকা আদায় করা হয়েছে। ৩১-১২-২০০৫ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত উক্ত ডিমান্ড লোনের ৩২,১৩,৮৫৩ টাকা আদায় রয়েছে এবং ১২-০৫-২০০৩ খ্রিঃ তারিখে পিসি লোন বাবদ ৪,০০,০০০ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। পিসি ঋণের প্রদত্ত টাকার মধ্যে মাত্র ২০,০০০ টাকা আদায় করা হয়েছে। দীর্ঘদিন যাবত বন্ধ প্রতিষ্ঠানকে আমদানি রপ্তানি কার্যক্রমের সুযোগ প্রদান করায় পুনরায় বিপুল পরিমাণ টাকা ক্ষতি হয়েছে।
- সুদ মওকুফের শর্তাবলী পরিপালন না হওয়া সত্ত্বেও শাখা কর্তৃক পুনরায় ঋণ বিতরণ ও ডিমান্ড লোন সৃষ্টি হয়েছে। উক্ত বিষয়ে প্রধান কার্যালয় কতৃক কোন প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। সুদ মওকুফ আদেশ প্রদানের পর হতে ঋণের ১ম কিস্তি পরিশোধের অর্থাৎ ৩০-০৯-২০০৩ খ্রি তারিখ পর্যন্ত আসল ৫৩,৭৭,৫২৯ টাকার উপর ১০% হারে ৪,০৩,৩১৪ টাকা ঋণ হিসাবে সুদারোপ করা হয়নি। ডিমান্ড লোন খেলাপী হওয়ার দীর্ঘদিন পরও ঋণ গ্রহিতার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- মন্ত্রণালয় হতে ২৯-৮-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে প্রেরিত প্রধান কার্যালয়ের জবাবে জানানো হয় যে, ঋণ গ্রহীতা পরবর্তীতে ১,৭৫,০০০ টাকা জমা করেছে। পাওনা টাকা আদায়ের জন্য ঋণ গ্রহীতার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের প্রক্রিয়াধীন। মন্ত্রণালয় হতে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতঃ সমুদয় অর্থ আদায়ের কার্যকর পদক্ষেপ নিশ্চিত করণের জন্য ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে বলা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- পরবর্তী অগ্রগতি জানানোর জন্য ১৭-১২-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে প্রত্যুত্তর দেয়া হয়েছে। অগ্রগতিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।
- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করার পর সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২১-০৫-২০০৭ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন মন্তব্য/জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায় দায়িত্ব নির্ধারণ করে দায়ী কর্মকর্তাগণের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে অনাদায়ী টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪।

শিরোনাম ঃ **স্থানীয় দায় ৭১,৫২,৮৯৯ টাকা মূল্যমানের ত্রুটিযুক্ত রপ্তানি বিলের বিনিময় মূল্য বাবদ অপ্রত্যাবাসিত ১,২৪,৩৭৬ মাঃ ডলার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন হতে দেশ বঞ্চিত।**

বিবরণ ঃ

- রূপালী ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয় ৩৪, দিলকুশা বাঃ এঃ ঢাকার ২০০৪ সালের হিসাব ২০-০৪-২০০৫ খ্রিঃ তারিখ হতে ০৮-০৬-২০০৫ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষায় রপ্তানি বিলের হিসাব বিবরণী ও সংশ্লিষ্ট নথি হতে দেখা যায় যে, এই ব্যাংকের এডি (অথরাইজ ডিলার) শাখাসমূহ কর্তৃক ৭১,৫২,৮৯৯ টাকা মূল্যমানের ত্রুটিপূর্ণ রপ্তানি বিলের বিনিময় মূল্য বাবদ ১,২৪,৩৭৫.৭৯ মাঃ ডলার বৈদেশিক মুদ্রা এ্যাটসাইট বিলের নির্দেশানুসারে নির্ধারিত ২১ দিনের মধ্যে এবং বাংলাদেশ ব্যাংক এর বিনিময় নিয়ন্ত্রণ ম্যানুয়্যাল ১৯৮৬ সংকলনের ২১ চ্যাপ্টারের অনুচ্ছেদ নং-১৪ অনুযায়ী রপ্তানিকৃত পণ্যের বিনিময় মূল্য প্রত্যাবাসন/আদায় না করে দীর্ঘদিন যাবৎ অনাদায়/ অপ্রত্যাবাসিত অবস্থায় ফেলে রাখায় দেশ যেমন উল্লিখিত বৈঃ মুদ্রা অর্জন হতে বঞ্চিত হয়েছে, তেমনি এর পরিশোধিত মূল্য বাবদ ব্যাংকের উল্লিখিত টাকা অনাদায় অবস্থায় পড়ে রয়েছে (বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট 'ঘ' তে দেয়া হলো)।
- বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের এফ,ই সার্কুলার নং-৫৫ তারিখ ১৫-০৭-১৯৮৪ এর নির্দেশনা এবং বৈদেশিক বাণিজ্য নীতিমালানুসারে এ্যাটসাইট বিলের ক্ষেত্রে যদি এ্যাডভাইজিং ব্যাংকের কনফারমেশন থাকে, তাহলে পাওনা পরিশোধের সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব সে ব্যাংকের উপরই বর্তাবে। ইউনিফর্ম কাষ্টমস এন্ড প্রাকটিসেস ফর ডকুমেন্টারী ক্রেডিট রীতিনীতি অনুসারে এ্যাডভাইজিং ব্যাংক উক্ত পাওনা নির্ধারিত সময়সীমা ২১ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। বিলম্বের জন্য সুদ পরিশোধে বাধ্যবাধকতা ছিল।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের বিনিময় নিয়ন্ত্রণ ম্যানুয়েল ১৯৮৬ ও গাইডলাইন্স ১৯৯৬ এর নির্দেশানুসারে রপ্তানিকৃত পণ্যের বিনিময় মূল্য ৪ মাসের মধ্যে প্রত্যাবাসন করতে হবে। যদি শিপমেন্ট বিলম্বের জন্য বৈদেশিক বিনিময়ের ফুল প্রসেডিং পেতে বিলম্ব হয় এবং বিলম্বের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের বিশেষ অনুমোদন না থাকে তা হলে বৈদেশিক বিনিময় রেগুলেশন এক্ট ১৯৪৭ অনুসারে রপ্তানিকারক দায়ী/দন্ডিত হবে। অথচ উল্লিখিত বিপুল অংকের বৈঃ মুদ্রা দীর্ঘদিন যাবৎ অপ্রত্যাবাসিত অবস্থায় পড়ে থাকা সত্ত্বেও উক্ত বিধানগুলো অনুসারে কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- মন্ত্রণালয় হতে ১৮-১০-২০০৫ খ্রিঃ তারিখে প্রেরিত জবাবে অবিলম্বে রপ্তানি মূল্য আদায়/সমন্বয়ের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ নতুবা আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করার জন্য ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে বলা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- পরবর্তী অগ্রগতিমূলক জবাব প্রেরণের জন্য ০২-০৩-২০০৬ খ্রিঃ তারিখে প্রত্যুত্তর দেয়া হয়েছে। কিন্তু জবাব পাওয়া যায় নি।
- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করার পর সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০৩-০৮-২০০৬ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন মন্তব্য/জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে সংশ্লিষ্ট টাকা প্রত্যাবাসন এর ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫।

শিরোনামঃ ভুয়া শিল্প ইউনিট এর বিপরীতে ও ভুয়া ব্যক্তির নামে ঋণ মঞ্জুর করায় ২৮,৫১,৩৫৮ টাকা ক্ষতি।

বিবরণ ঃ

- রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক কোচা শহর শাখা গাইবান্ধা এর ২০০০-২০০৫ সালের অর্থ বছরের হিসাব ০৯-০৬-২০০৬ খ্রিঃ তারিখ হতে ২০-০৬-২০০৬ তারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, মর্ডান টেক্স এর স্বত্ত্বাধিকারী জনাব এ ইউ এম মোস্তাফা তালুকদারকে হেসিয়ান শিল্প ব্যবসার জন্য ১২-০৬-২০০৪ খ্রিঃ তারিখে ২৫,০০,০০০ টাকা ঋণ দেয়া হয়েছে। ঋণের শর্ত মোতাবেক ঋণ পরিশোধ করা হয়নি। শাখা ব্যবস্থাপক এর ০১-০৬-২০০৬ খ্রিঃ তারিখে পরিদর্শন প্রতিবেদন অনুযায়ী ঋণ গ্রহীতার ছয়ঘড়িয়া গ্রামে প্রকল্পের অবস্থান দেখানো হলে প্রতিষ্ঠানটির অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি। মঞ্জুরীকৃত ঋণের মেয়াদ উত্তীর্ণের ৩০-০৫-২০০৬ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত প্রদত্ত ঋণের ১,৫০,৬৭৭ টাকা আদায়ের পর অবশিষ্ট ২৩,৪৯,৩২৩ টাকা অনাদায়ী থাকায় ব্যাংকের ক্ষতি হয়েছে।

- রাকাব জোনাল অফিস বগুড়া ২০০১-২০০৬ অর্থ বছরের হিসাব ২৯-০৯-২০০৬ খ্রিঃ তারিখ হতে ১১-১০-২০০৬ তারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, মার্চ/১৯৯৬ সাল হতে জুন/১৯৯৯ সাল পর্যন্ত সময়ে ১৫ জন ঋণ গ্রহীতাকে কৃষি ঋণ বাবদ ২,৫৭,০০০ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়। কিন্তু প্রদত্ত ঋণের টাকা আদায় না হওয়ায় ৫,০২,০৩৫ টাকা অনাদায়ী রয়েছে। ঋণ গ্রহীতার ছবির সাথে লোকের নামের মিল না থাকায় ও ঋণ গ্রহীতা কর্তৃক ঋণ গৃহীত না হওয়ায় উক্ত ঋণ ভূয়া ঋণ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। রাকাব প্রধান কার্যালয়ের কর্মীব্যবস্থাপনা বিভাগ (শৃংখলা) হতে ১২-০৯-২০০৬ খ্রিঃ তারিখে ৫ জন ঋণ মঞ্জুরকারী কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অভিযোগনামা জারি করা হয়েছে। ফলে ভূয়া ব্যক্তির নামে প্রকল্প ঋণ ও কৃষি ঋণ বাবদ ৩০-০৬-২০০৬ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সর্বমোট ২৮,৫১,৩৫৮ টাকা (২৩,৪৯,৩২৩+ ৫,০২,০৩৫) আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি হয়েছে (বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট "ঙ (১-২)" তে দেয়া হলো।

- ঋণ প্রদান ও আদায়ের ক্ষেত্রে যথাযথ নিয়মনীতি পরিপালন করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- মন্ত্রণালয় হতে ১৪-০২-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে প্রেরিত সংস্থার জবাবে জানানো হয় যে, ২৯-০১-২০০৮খ্রিঃ তারিখে মোকদ্দমাটি শুনানির দিন ধার্য করা হয়েছে। ঋণ গ্রহীতা ৩,৫০,০০০ টাকা পরিশোধ করেছেন। এরই প্রেক্ষিতে মন্ত্রণালয় হতে টাকা আদায়ের প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখে মামলার অগ্রগতি জানানোর জন্য ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে বলা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব যথাযথ হিসেবে বিবেচিত হয়নি। ঋণের টাকা আদায়ের নিমিত্তে যথাসময়ে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। পরবর্তী অগ্রগতি মূলক জবাব পাওয়া যায়নি।
- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করার পর সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২১-০৫-২০০৭ ও ০৫-১২-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়। অদ্যাবধি কোন মন্তব্য/জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায় দায়িত্ব নির্ধারণ করে সংশ্লিষ্টদের কাছ থেকে অনাদায়ী টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬।

শিরোনামঃ বাড়ি নির্মাণ অগ্রিম গ্রহণ করে সঞ্চয় পত্র ক্রয় করায় ব্যাংকের ২১,০৬,০০০ টাকা ক্ষতি।

বিবরণ ঃ

- বাংলাদেশ ব্যাংক বরিশাল এর ২০০৩-২০০৫ অর্থ বছরের হিসাব ২৩-১০-২০০৫ খ্রিঃ তারিখ হতে ১৩-১১-২০০৫ তারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, ব্যাংকের কর্মকর্তা জনাব মোঃ মাহবুব মোরশেদ মাসুদকে হাউস বিল্ডিং এ্যাডভ্যান্স বাবদ ১৯,৮০,০০০ টাকা প্রদান করা হয়। তিনি ১৮,০০,০০০ টাকার সঞ্চয় পত্র ক্রয় করেন ।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের ইডি ম্যানুয়াল এর এপেন্ডিক্স "বি" তে উল্লেখিত হাউস বিল্ডিং এ্যাডভ্যান্স রুলস এর পার্ট "এ" এর ২নং ধারা মোতাবেক গৃহ নির্মাণ অগ্রিমের টাকা আবাসিক ভবন নির্মাণে ব্যয় করতে হবে এবং ব্যয় থেকে উদ্বৃত্ত তহবিল ব্যাংকে ফেরৎ দিতে হবে।
- গৃহীত অগ্রিম দিয়ে বাড়ি নির্মাণ না করে সঞ্চয় পত্র ক্রয় করায় সুদাসলে (৩,০৬,০০০ + ১৮,০০,০০০) ২১,০৬,০০০ টাকা ব্যাংকের ক্ষতি হয়েছে (বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট "চ" তে দেয়া হলো)।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- পরিদর্শন রিপোর্টে গৃহ নির্মাণ কাজের জন্য প্রদত্ত টাকা নির্মাণ কাজে ব্যয় করেছেন মর্মে প্রতিয়মান হয়।
- মন্ত্রণালয় হতে ২৬-০৭-২০০৭ খ্রিঃ তারিখের পত্রে টাকা আদায় করার জন্য বলা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- গৃহ নির্মাণ অগ্রিমের টাকা দিয়ে সঞ্চয় পত্র ক্রয়ের কোন সুযোগ নেই।
- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করার পর সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২১-০৫-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়। অদ্যাবধি কোন মন্তব্য/জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- বিধিবহির্ভূতভাবে প্রদত্ত গৃহ নির্মাণ অগ্রিমের অর্থ আদায় এবং মিথ্যা তথ্য প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার বিরুদ্ধে শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭।

শিরোনামঃ অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন না নিয়ে আদায় পুরস্কার প্রদানে ক্ষতি ৯,৬০,০০০ টাকা।

বিবরণ ঃ

- বাংলাদেশ হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন, সদর দফতর ঢাকা এর ২০০৪-২০০৫ অর্থ বছরের হিসাব ১৪-০৮-২০০৬ খ্রিঃ তারিখ হতে ০৫-১০-২০০৬ তারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয় যে, " আদায় পুরস্কার নীতিমালা ২০০৪ ' অনুযায়ী গৃহ নির্মাণ ঋণ আদায়ের সাথে সম্পৃক্ত ৯টি জোনাল অফিস ও ৪টি রিজিওনাল অফিসে কর্মরত যারা ঋণ আদায়ে বিশেষ ভূমিকা রেখেছেন তাদেরকে অফিস আদেশ নং ৩৭২/২০০৫ তারিখ ২৮-০৬-২০০৫ বলে (ক) সাধারণ পুরস্কার ও পর্যদ চেয়ারম্যানের বিশেষ পুরস্কার বাবদ ৭,৬৫,০০০,(খ) ব্যবস্থাপনা পরিচালক বিশেষ পুরস্কার বাবদ ১,৯৫,০০০ টাকা মোট ৯,৬০,০০০ টাকা প্রদান করা হয়েছে (বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট"ছ" তে দেয়া হলো)।
- এ পুরস্কারের অর্থ ২০০৪-২০০৫ অর্থ বছরে সংশোধিত বাজেট বরাদ্দের বিপরীতে ২০০১-২০০২ থেকে ২০০৩-২০০৪ অর্থ বছর পর্যন্ত ৩টি অর্থ বছরের আদায় পুরস্কার হিসেবে পরিশোধ করা হয়েছে।
- আদায় পুরস্কার নীতিমালা -০৪ বি এইচ এফ সি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত। যা কর্পোরেশনের বোর্ড অনুমোদন দিয়েছে। রাষ্ট্রপতির আদেশ নং- ৭, ১৯৭৩ এ বোর্ডকে এ বিষয়ে ক্ষমতা দেয়া হয়নি।
- ১৮-১২-২০০৪ খ্রিঃ তারিখে কর্পোরেশন কর্তৃক জারিকৃত আদায় পুরস্কার নীতিমালা-৪ এর আলোকে বিগত ৩ আর্থিক বছরে পুরস্কারের অর্থ প্রদান এর স্বপক্ষে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন পাওয়া যায়নি।
- অর্থ মন্ত্রণালয়ের আদেশ নং অম/অবি/শা-১৪/বোনাস/৮৫/৯৫/৩২, ২৩-০৫-২০০০ খ্রিঃ তারিখ মোতাবেক ঋণ আদায়ে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে উৎসাহ বোনাস প্রদানের নীতিমালা জারি করা হয়। কাজেই পুনরায় অর্থ মন্ত্রণালয়ের আদেশ বহির্ভূত আদায় পুরস্কার নীতিমালা-০৪ জারি অনিয়মিত।
- কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কর্মস্পৃহা বজায় রাখার জন্য অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১ মাসের মূল বেতনের সমপরিমান অর্থ এক্সগ্রেসিয়া হিসাবে প্রদান করা হয়। কাজেই উৎসাহ বোনাস, এক্সগ্রেসিয়া যেহেতু অর্থ মন্ত্রণালয়ের আদেশে পরিশোধ করা হচ্ছে সেহেতু আদায় পুরস্কার প্রদানেও অর্থ মন্ত্রণালয়ের আদেশ/অনুমোদনের প্রয়োজন রয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- মন্ত্রণালয় হতে ১০-০২-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে সংস্থার জবাবে জানানো হয় যে,. পিও -৭/১৯৭৩ এর ৫(১) ধারা অনুযায়ী কর্পোরেশনের সাধারণ নির্দেশনা ও প্রশাসন পরিচালনার দায়িত্ব বোর্ডের উপর ন্যাস্ত।
- মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত বাজেটের আলোকে খাত ভিত্তিক আর্থিক ব্যয় নির্বাহের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নীতিমালা দিকনির্দেশনা প্রণয়নের এখতিয়ার কর্পোরেশনের পরিচালনা পর্ষদের রয়েছে। ১৯৯৯-২০০০ বছর হতে শ্রেণীবিন্যাস কার্যক্রম শুরুর প্রেক্ষিতে অর্থ মন্ত্রণালয়ের ২০০৪-২০০৫ অর্থ বছরের বাজেট আলোচনায় সংশোধিত বাজেটে বর্ধিত বরাদ্দ প্রদান করায় বোর্ডের অনুমোদনক্রমে ২০০১-২০০৪ অর্থ বছরের আদায় পুরস্কার দেয়া অনিয়ম হয়নি। উৎসাহ বোনাস/এক্সগ্রেসিয়া ও আদায় পুরস্কার একটি অন্যটির বিকল্প নয়। দু'টির কার্যক্রম লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায় আদায় পুরস্কার প্রদানে কোন বিধি লংঘন হয়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব যথাযথ হিসেবে বিবেচিত হয়নি। কেননা পিও-৭ এর ৫(১) ধারায় সাধারণ নির্দেশনা ও প্রশাসন পরিচালনার দায়িত্ব বোর্ডের উপর ন্যাস্ত করা হলেও আর্থিক ক্ষমতা দেয়া হয়নি। যেহেতু অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে উৎসাহ বোনাস/এক্সগ্রেসিয়া প্রদান করা হচ্ছে সেহেতু আদায় পুরস্কার প্রদানেও অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন আবশ্যক। টাকা আদায় করে জানানোর জন্য ৩০-০৮-২০০৮ তারিখে প্রত্যুত্তর দেয়া হয়েছে।
- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করার পর সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০৫-১২-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়। অদ্যাবধি কোন মন্তব্য/জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- অনিয়মিতভাবে পরিশোধিত পুরস্কারের অর্থ আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮।

শিরোনামঃ বিভিন্ন আমানত হিসাবের উপর ১০% হারে উৎসে কর কর্তন না করায় রাজস্ব ক্ষতি ৮,৪৩,৫৭৮ টাকা।

বিবরণ ঃ

- সোনালী ব্যাংকের ৩(তিন) টি শাখার ২০০০-২০০৫ সালের হিসাব ২২-০১-২০০৬ খ্রিঃ তারিখ হতে ১৩-০২-২০০৬ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, বিভিন্ন আমানত হিসাবের উপর নির্ধারিত হারে উৎসে কর কর্তন না করায় ৮,৪৩,৫৭৮ টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে (বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট "জ (১-৩) " এ দেয়া হলো)।
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের স্মারক নং জারাবো/কঃ-৭/আঃআঃবিঃ/০৬/২৯৯১/২০ ০৮-০১-২০০১ খ্রিঃ তারিখের অর্থ আইন ২০০০ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশের ৬ সিডিউল পার্ট-এ এর অনুচ্ছেদটি সংশোধনের মাধ্যমে শুধু মাত্র স্থানীয় সরকার অর্থাৎ সিটি কর্পোরেশন, জেলা পরিষদ,থানা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদ ব্যতীত সকল স্থানীয় কর্তৃপক্ষের আয়কর যোগ্য করা হয়েছে এবং ০১-০৭-২০০০ খ্রিঃ তারিখ হতে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের ব্যাংক হিসাবে আমানতের সুদের উপর অধ্যাদেশের ৫৩- এফ ধারার বিধান অনুসারে ১০% হারে উৎসে আয়কর কর্তন করতে হবে।
- এ ক্ষেত্রে উক্ত বিধিবিধান পরিপালন করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- প্রতিষ্ঠানের জবাবে সোনালী ব্যাংক কোর্ট চাঁদপুর শাখা,ঝিনাইদহ এবং সোনালী ব্যাংক ভেড়ামারা শাখা কুষ্টিয়া এর বিষয়ে জানানো হয় যে প্রধান কার্যালয়ের নির্দেশনা থাকায় উৎসে কর কর্তন করা হয়নি। সোনালী ব্যাংক, পাইকগাছা শাখা, খুলনা এর বিষয়ে রেকর্ড পত্র যাচাই করে পরবর্তীতে জবাব দেয়া হবে মর্মে জানানো হয়েছে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- সরকারি আদেশ অনুসরণ না করায় ক্ষতির টাকা আদায় যোগ্য।
- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করার পর সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২১-০৫-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়। অদ্যাবধি কোন মন্তব্য/জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায় দায়িত্ব নির্ধারণ করে সংশ্লিষ্টদের কাছ থেকে টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯।

শিরোনামঃ **দৈনিক ভাতা হিসেবে প্রাপ্যের অতিরিক্ত ভাতা প্রদান করায় ৩,৪৯,১৮৬ টাকা ক্ষতি।**

বিবরণ ঃ

- বাংলাদেশ ব্যাংক, রংপুর এর ২০০৪-০৫ অর্থ বছরের হিসাব ০৯-১১-২০০৫ খ্রিঃ তারিখ হতে ০১-১২-২০০৫ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, ভ্রমণ ভাতা বিলে প্রাপ্য হার অপেক্ষা অতিরিক্ত হারে দৈনিক ভাতা প্রদান করায় ব্যাংকের ৩,৪৯,১৮৫/৭০ টাকা ক্ষতি হয়েছে (বিবরণী পরিশিষ্ট "ঝ"তে দেয়া হলো)।
- অর্থ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-অম/অবি (প্রবি-৪)টিএ/ডিএ-১/২০০০/১৭৬ তারিখ ২৩-০১-০৩ এ দৈনিক ভাতার হার নির্ধারণ করা হয়েছে।
- কিন্তু এক্ষেত্রে উক্ত বিধি অনুসরণ করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- মন্ত্রণালয় হতে ০৫-০৩-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে প্রেরিত বাংলাদেশ ব্যাংকের জবাবে জানানো হয় যে, ব্যাংক অর্ডার ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ নং ৯(২) এ বর্ণিত ক্ষমতা বলে ৩০-০৯-২০০৩ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত ২৫৪ তম পরিচালনা পর্ষদের সভার অনুমোদনের ভিত্তিতে জারিকৃত প্রশাসনিক পরিপত্র মোতাবেক দেশের অভ্যন্তরে ভ্রমণের ক্ষেত্রে দৈনিক ভাতার হার পুণঃ নির্ধারণ করা হয়। সে অনুযায়ী কর্মকর্তাদের দৈনিক ভাতা শ্রেণীবিন্যাস অনুযায়ী পরিশোধ করা হয়েছে, Salary & Compensation ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন বাধ্যতামূলক নয়।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব যথাযথ হিসেবে বিবেচিত হয়নি। কারণ অর্থ মন্ত্রণালয়ের ২৩-০১-২০০৩ খ্রিঃ তারিখে জারিকৃত আদেশ বহির্ভূতভাবে দৈনিক ভাতা প্রদান করা হয়েছে। অতিরিক্ত প্রদত্ত টাকা আদায় করে জানানোর জন্য ০৭-০৪-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে প্রত্যুত্তর দেয়া হয়েছে।
- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করার পর সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২১-০৫-২০০৭ খ্রি তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন মন্তব্য/জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক সংশ্লিষ্টদের কাছ থেকে টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০।

শিরোনামঃ চুরি জনিত কারণে ৩,০০,০০০ টাকা ক্ষতি।

বিবরণ ঃ

- সোনালী ব্যাংক, প্রিন্সিপাল অফিস, কুষ্টিয়া এর ২০০১-২০০৫ সালের হিসাব ১৪-০২-২০০৬ খ্রিঃ তারিখ হতে ২৬-০২-২০০৬ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, ০৫-১২-২০০০ খ্রিঃ তারিখে সকাল ১০.০০ টায় ক্যাশিয়ারের ড্রয়ার থেকে ৩,০০,০০০ টাকা চুরি হয়েছে।
- এ বিষয়ে উক্ত তারিখে থানায় এফআই আর করা হয়। ১৪-০৫-২০০১ খ্রিঃ তারিখে পুলিশ তদন্ত প্রতিবেদনে এবং ২০-১২-২০০০ খ্রিঃ তারিখে সোনালী ব্যাংক প্রিন্সিপাল অফিসের তদন্ত প্রতিবেদনে চুরির বিষয়ে কাউকে দায়ী করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- প্রধান কার্যালয়ের আদেশ মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করে পরবর্তীতে জবাব দেয়া হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- পরবর্তীতে অগ্রগতি মূলক জবাব পাওয়া যায়নি।
- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করার পর সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২১-০৫-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন মন্তব্য/জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকে ক্ষতির টাকা আদায় করা আবশ্যক।

স্বাক্ষরিত

এ কে এম জসীম উদ্দিন
মহাপরিচালক
বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর,
ঢাকা।

৩০/০৯/২০০৮

বাঃসঃমুঃ-২০০৮/০৯-২৪৭৩কম/এ-৭০০ বই-২০০৮।